



Applied for e-ISSN vide Application No. 76157 Dt. 22/06/2026, UDYAM-WB-11-0097957

প্রথম বর্ষ, প্রথম মাস, ত্রয়োবিংশ সংখ্যা, মঙ্গলবার, বঙ্গাব্দ ১৪৩৩, আষাঢ় ৩০, ইংরিজি ২০২৬, জুলাই ১৪

লর্ডসে ইতিহাস ভারতের

১৩ জুলাই : লর্ডসের ঐতিহাসিক মাটিতে প্রথম মহিলা নিজেদের অপরাজিত থাকার রেকর্ডও বজায় রাখল করতে গিয়ে মিড-উইকেটে শেফালি বর্মার হাতে ক্যাচ ভেঙে যায় সেই জুটি। অফ স্টাম্প উড়িয়ে ওংকে ফেরান টেস্টেই ইতিহাস গড়ল ভারত। ইংল্যান্ডকে ২৭০ রানের দল। সোমবার ইংল্যান্ডের শেষ ভরসা ছিলেন রাতের তুলে দেন জোনস। তিনি ৫৪ রান করেন।

বিশাল ব্যবধানে পরাজিত করে নতুন নজির স্থাপন করলেন হরমনপ্রীত কৌরের নেতৃত্বাধীন ভারতীয় দল। চার দিনের এই ম্যাচে ব্যাটিং, বোলিং ও ফিল্ডিং—তিন বিভাগেই পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করে জয় ছিনিয়ে নেয় ভারত। ভারতের দেওয়া ৪৫৭ রানের বিশাল লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে চতুর্থ দিনের সকালে ১৩০ রানে ৬ উইকেট হারিয়ে খেলা শুরু করেছিল ইংল্যান্ড। জয়ের জন্য প্রয়োজন ছিল আরও ৩২৭ রান। কিন্তু ভারতীয় বোলারদের সামনে বেশিক্ষণ টিকতে পারেনি স্বাগতিকরা। ৬২.৫ ওভারে ১৮৬ রানেই গুটিয়ে যায় ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংস। অফ-স্পিনার স্নেহ রানার দুরন্ত বোলিংয়ে কার্যত ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যায়। তিনি ৪২ রান দিয়ে চারটি উইকেট দখল করেন। দীপ্তি শর্মাও গুরুত্বপূর্ণ সময়ে দুটি উইকেট তুলে নেন।

এই জয়ের ফলে শেষ ১১টি মহিলা টেস্টের মধ্যে সপ্তম জয় তুলে নিল ভারত। অপরাজিত অর্ধশতরানকারী অ্যামি জোনস। কিন্তু দিনের এরপর ইসি ওং এবং সোফি একলেস্টোন কিছুটা পাঁচ উইকেট নেওয়ার নজির গড়েন তিনি। অন্যদিকে, পাশাপাশি, ইংল্যান্ডের মাটিতে লাল বলের ক্রিকেটে শুরুতেই তাঁকে ফিরিয়ে দেন স্নেহ রানা। শর্ট বল পুল প্রতিরোধ গড়ে তুললেও দীপ্তি শর্মার নিখুঁত ডেলিভারিতে সায়ালি সাতঘারেও গুরুত্বপূর্ণ



অর্ধশতরান পূর্ণ করেন সোফি একলেস্টোন। লরেন বেল এবং লরেন ফাইলারের সঙ্গে কিছুক্ষণ লড়াই চালালেও শেষ পর্যন্ত স্নেহ রানার ঘূর্ণিতে থেমে যায় ইংল্যান্ডের প্রতিরোধ। ফ্লাইটেড ডেলিভারিতে একলেস্টোনকে বোল্ড করে ম্যাচ শেষ করেন ভারতীয় স্পিনার। চার দিনের এই ম্যাচে ভারতের জয় গড়ে উঠেছে একাধিক ক্রিকেটারের অসাধারণ পারফরম্যান্সের ওপর। সহ-অধিনায়ক স্মৃতি মন্ডানা দুই ইনিংসে যথাক্রমে ৮৩ এবং ৭০ রান করে দলের ভিত গড়ে দেন। যান্ত্রিকা ভাটিয়া ১১৩ রানের দুর্দান্ত ইনিংস খেলে লর্ডসে টেস্ট শতরান করা প্রথম মহিলা ক্রিকেটার হিসেবে ইতিহাস গড়েন। ঋচা ঘোষ মাত্র ৫২ বলে অপরাজিত অর্ধশতরান করেন। বোলিং বিভাগে নজর কাড়েন ত্রান্তি গৌড়। লর্ডসের মতো ঐতিহাসিক মাঠে মহিলা টেস্টে প্রথম

দ্বিতীয় পাতায়

জলসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণে সমন্বয়

জল অপচয় রুখতে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কে জোর

১৩ জুলাই : জলসম্পদ ব্যবস্থাপনা, নদী উন্নয়ন এবং গঙ্গা পুনরুজ্জীবন সংক্রান্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে সমন্বয় আরও জোরদার করতে সোমবার নয়াদিল্লির সুষমা স্বরাজ ভবনের চাণক্য হলে সর্বভারতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রকের অধীন জলসম্পদ, নদী উন্নয়ন ও গঙ্গা পুনরুজ্জীবন বিভাগ (ডিডব্লিউআর, আরডি অ্যান্ড জিআর) মন্ত্রক এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রী সি. আর. পাটিল। অনুষ্ঠানে সহ-সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় জলশক্তি প্রতিমন্ত্রী রাজভূষণ চৌধুরী এবং জলসম্পদ বিভাগের সচিব ভি. এল. কাহ্না রাও। দেশের সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের জলসম্পদ দফতরের শীর্ষ আধিকারিকরা এই বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় জল কমিশন (সিডব্লিউসি), জাতীয় বাঁধ নিরাপত্তা কর্তৃপক্ষ (এনডিএসএ), জাতীয় জল মিশন (এনডব্লিউএম)-সহ জলশক্তি মন্ত্রকের বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন।

কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, জলসম্পদ ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত প্রকল্পগুলির বাস্তবায়ন দ্রুততর করা এবং বিভিন্ন জাতীয় কর্মসূচির অগ্রগতি পর্যালোচনা করাই ছিল এই সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য। বৈঠকে আটটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

সম্মেলনের আলোচ্যসূচিতে রয়েছে ‘মডার্নাইজেশন অফ কম্যান্ড এরিয়া ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট’ (এম-সিএডিডব্লিউএম) প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা, জল সংরক্ষণে জনসাধারণের অংশগ্রহণ বাড়াতে বিশেষ একমাসব্যাপী ক্যাচ দ্য রেইন অভিযান, সেচ, বহুমুখী প্রকল্প এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত সংশোধিত প্রকল্প মূল্যায়ন নির্দেশিকা, জলাধার পরিচালনা ও বাঁধ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বাঁধের ‘রুল কার্ড’-এর কার্যকর প্রয়োগ এবং রাজ্যভিত্তিক জল সংস্কার কাঠামোর অগ্রগতি।

এছাড়াও, ড্যাম সেফটি অ্যাক্ট, ২০২১-এর আওতায় ২০২৬ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে সমস্ত বাঁধের পূর্ণাঙ্গ নিরাপত্তা মূল্যায়ন সম্পন্ন করার বিষয়েও আলোচনা হয়েছে। বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে সেচ সংক্রান্ত জনগণনার অগ্রগতি এবং ‘মডেল স্টেট ওয়াটার অ্যাওয়ার্ড’-এর কাঠামো নিয়েও মতবিনিময় হয়।

সম্মেলনের সূচনায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিভাগের সচিব ভি. এল. কাহ্না রাও কেন্দ্র ও রাজ্যের যৌথ উদ্যোগ এবং সমবায়ী যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন। জলশক্তি মন্ত্রী সি. আর. পাটিল বলেন, দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, খাদ্য নিরাপত্তা, পরিবেশগত ভারসাম্য এবং নাগরিকদের কল্যাণের ভিত্তি হল জলসম্পদ। জলবায়ু পরিবর্তন, ভূগর্ভস্থ জলের স্তর হ্রাস এবং দ্রুত নগরায়ণের মতো চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বৈজ্ঞানিক ও টেকসই জল ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন তিনি। গত ২৮ জুন ‘মন কি বাত’

অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দেওয়া আহ্বানের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে মন্ত্রী রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে ‘ক্যাচ দ্য রেইন ২০২৬’ কর্মসূচিকে আরও জোরদার করার আহ্বান জানান। বৃষ্টির জল সংরক্ষণ, ভূগর্ভস্থ জলের পুনর্ভরণ, ঐতিহ্যবাহী জলাশয়ের পুনরুজ্জীবন, বনসৃজন এবং জনঅংশগ্রহণ বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন তিনি। একই সঙ্গে এম-ক্যাড প্রকল্পের দ্রুত বাস্তবায়ন, জল ব্যবহারকারী সংগঠনগুলিকে শক্তিশালী করা, সেচ ব্যবস্থার দক্ষতা বৃদ্ধি এবং প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়া সহজ করার প্রয়োজনীয়তার কথাও তুলে ধরেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী।

বাঁধ নিরাপত্তা আইন, ২০২১-এর কার্যকর প্রয়োগ, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাঁধগুলির নিরাপত্তা মূল্যায়ন সম্পন্ন করা এবং জলাধারে পলি জমার সমস্যা মোকাবিলায় দিকেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। পাশাপাশি, রাজ্যভিত্তিক জল সংস্কার কাঠামো, ডিজিটাল প্রশাসন, বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা এবং জনসম্পৃক্ততার বিষয়েও আলোচনা হয়।

এদিন সম্মেলনে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ নথি প্রকাশ করেন সি. আর. পাটিল। এগুলি হল— বারাগসীতে পরিশোধিত জল পুনর্ব্যবহারের জন্য শহরভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা, কৃত্রিম ভূগর্ভস্থ জল পুনর্ভরণ ও সংরক্ষণ ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণ নির্দেশিকা এবং ভূগর্ভস্থ জল সংক্রান্ত খনন ও আনুষঙ্গিক কাজের জন্য মান নির্ধারণকারী ‘স্কেজিউল অব রেটস’।

সম্মেলনের শেষে ‘জল সুরক্ষিত, ভারত সুরক্ষিত’ লক্ষ্যপূরণে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের সংকল্প গ্রহণ করা হয়। সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে ধন্যবাদ জানান সচিব ভি. এল. কাহ্না রাও।

জলশক্তি মন্ত্রকের মতে, এই সম্মেলন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে নিজেদের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়া, বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সমস্যাগুলি চিহ্নিত করা এবং জলসম্পদ ক্ষেত্রে সংস্কার ত্বরান্বিত করার জন্য সমন্বিত কৌশল গড়ে তোলার সুযোগ করে দেবে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, জলবায়ু পরিবর্তন, অনিয়মিত বৃষ্টিপাত, ভূগর্ভস্থ জলের ক্রমহ্রাসমান স্তর এবং জলসংকটের মতো চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সমন্বয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই প্রেক্ষাপটে এই সর্বভারতীয় সম্মেলন জলসম্পদ ব্যবস্থাপনায় টেকসই নীতি প্রণয়ন, বাঁধ নিরাপত্তা জোরদার করা, প্রকল্প বাস্তবায়নের গতি বাড়ানো এবং জল সংরক্ষণে জনগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে মনে করা হচ্ছে।

কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রক জানিয়েছে, জলসম্পদের সঠিক ও টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে নীতি সমন্বয়, প্রাতিষ্ঠানিক পরিকাঠামো শক্তিশালী করা এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভবিষ্যতেও এই ধরনের উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে। আগামী দিনে ভারতকে জলের জন্য অন্য কোনও দেশের ওপরে যাতে নির্ভর না করতে হয়, তা সুনিশ্চিত করা হবে।

বন্যপ্রাণ

পাচারচক্রের

বিরুদ্ধে অভিযান

১৩ জুলাই : গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে দেশজুড়ে বন্যপ্রাণ পাচারচক্রের বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান চালিয়ে বড়সড় সাফল্য পেলে রাজস্ব গোয়েন্দা অধিদপ্তর (ডিআরআই)। বিভিন্ন রাজ্যে সমন্বিত অভিযানে মোট ৪৪০টি সংরক্ষিত ও বিপন্ন বন্যপ্রাণী উদ্ধার করা হয়েছে। পাশাপাশি প্রায় ১৫ কিলোগ্রাম হাতির দাঁত ও হাতির দাঁত দিয়ে তৈরি বিভিন্ন সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ৩৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গত ১০ জুলাই রাজস্থানের সুজানগড় এলাকায় হাতির দাঁতের অবৈধ ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত কয়েকজনকে আটক করে ডিআরআই। ওই অভিযানে প্রায় ১১ কিলোগ্রাম হাতির দাঁত উদ্ধার করা হয়। ধৃত চার ব্যক্তিকে এবং উদ্ধার হওয়া সামগ্রীকে পরবর্তী আইনি পদক্ষেপের জন্য বনদপ্তরের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, ভারতীয় হাতি বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ আইন, ১৯৭২-এর তফসিল-১-এ অন্তর্ভুক্ত। ফলে হাতি ও হাতিজাত সামগ্রীর বাণিজ্য সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। আন্তর্জাতিক বন্যপ্রাণ বাণিজ্য চুক্তি (সাইটস)-এর আওতায় ভারতেও হাতির দাঁতের আমদানি ও রফতানি নিষিদ্ধ।

এর আগে হাওড়ায় অভিযান চালিয়ে ডিআরআই দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে। তাঁদের কাছ থেকে হাতির দাঁত দিয়ে তৈরি দুটি দেবমূর্তি উদ্ধার হয়। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, মূর্তিগুলি বাংলাদেশ থেকে ভারতে পাচার করা

দ্বিতীয় পাতায়



সম্পাদকীয়

ফের পারদ চড়ছে মার্কিন-ইরান যুদ্ধক্ষেত্রে। এই ক্রমাগত পারদের নামাওঠাকে যতই চুক্তির আবডালে ঢেকে রাখা হোক না কেন, এর পেছনে রয়েছে পুরোনো একটি সারসত্য। যুদ্ধক্ষেত্রে নয়। প্রযুক্তির পরীক্ষামূলক ব্যবহার। প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে, ঠাণ্ডা লড়াইয়ের প্রেক্ষাপট ও তৎসহ আমেরিকার ধুমকেতুসম উত্থান, বিশিষ্ট কূটনীতিবিদ হেনরি কিসসিঙ্গারের ভাষায়, কয়েক দশকব্যাপী ক্ষমতার হস্তান্তর মাত্র। ইয়োরোপের মধ্যযুগের দিকে তাকালেই যা অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। ইয়োরোপের ক্ষমতায়নের সূত্রপাত স্পেনিয়ার্ডদের হাত ধরে; নৌবাহিনী বিস্তারের মাধ্যমে। সেই ক্ষমতায়ন পরবর্তীতে কামান প্রযুক্তির উন্নতি, সঙ্গে ইংলণ্ডের জাহাজে সেই প্রযুক্তির সফল ব্যবহারে হস্তান্তরিত হয় মাত্র। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রেক্ষাপটে আকাশমার্গে জার্মানদের একাধিপত্য, ও পরবর্তী সময়ে আমেরিকা এবং রাশিয়ার মাধ্যমে জার্মান আকাশপ্রযুক্তির সমবর্টন এই দুই দেশকে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের অববাহিকায় যেতে বাধ্য করেছিল। কিন্তু রাশিয়ায় কমিউনিজমের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই স্থির হয়ে যায়, পরবর্তী দশকগুলিতে আমেরিকার একাধিপত্যের প্রেক্ষাপট। পরবর্তীতে প্রযুক্তির অগ্রগামীতায় উঠে আসে চিন, ভারতের মতো দেশগুলি। যদিও চিনের প্রাচীরের মতোই নির্ধারিত বিদেশনীতি, কিছুটা হলেও চিনকে এগিয়ে দিয়েছিল এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলে একাধিপত্য বিস্তারে। তবে আমেরিকার কূটনৈতিক সাফল্যের হ্যাং-ওভারও চিনের

অগ্রগামীতার জন্য কিছুটা হলেও দায়ী। বিগত কয়েক দশকে যুদ্ধপ্রযুক্তির বিপুল পরিবর্তন ঘটেছে। সেইলর, ক্যাভালরি থেকে, ট্যাঙ্ক, সাবমেরিন, ফাইটার জেট হয়ে, যুদ্ধ এখন নির্ভর করছে, এআই ও ইন্টারনেট অভ থিংস-এর মতো বিষয়গুলির ওপরে। ঠিক এই জায়গাতেই, আমেরিকার রক্ষণশীলতা, তাকে পিছিয়ে দিয়েছে কয়েক যোজন। দীর্ঘদিন যাবৎ একাধিপত্য কায়েম রাখায়, আমেরিকার অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী হওয়াটা নিছক সমাপতন নয়। বরং, ক্ষমতার স্বাদ চাখতে চাখতে আমেরিকা এআই বা ইন্টারনেট অভ থিংস-এর মতো বিষয়গুলির দিকে দৃকপাত সেই অর্থে করেনি। উল্টে, জনসাধারণের জন্য নির্মিত এআইভিত্তিক প্ল্যাটফর্মগুলির অস্ত্রায়নে আমেরিকা উদাসীন থেকেছে এক বিপুল সময় ধরে। যার প্রত্যক্ষ ফল ইরানের সঙ্গে যুদ্ধে আমেরিকাকে ভুগতে হয়েছে। সামান্য চারশো ডলারের একটি ড্রোন মিসাইলকে রুখতে আমেরিকা দেড় লক্ষ ডলারের খাড মিসাইল ব্যবহার করছে। যেখানে ইউক্রেনের মতো দেশও বছরে কয়েক লক্ষ ড্রোন নির্মাণ করতে সক্ষম, সেখানে আমেরিকার বাৎসরিক ড্রোন নির্মাণের সংখ্যা কয়েক হাজারেই আটকে গিয়েছে। ড্রোন বা এআইয়ের মতো প্ল্যাটফর্মগুলিকে সামরিক কাজে লাগানো যেতে পারে, এই ধারণা ওয়াশিংটনের মাথায় হলে এসেছে। ইউক্রেন-রাশিয়ার চার বছর ধরে চলা যুদ্ধ, যেখানে একটি স্টেইলমেটে আটকে রয়েছে, সেখানে মার্কিন-ইরান যুদ্ধের অর্থনৈতিক অভিঘাত, আমেরিকাকেই বহন করতে হচ্ছে সবচেয়ে বেশি।

অপারেশন বজ্রে সাফল্য সিবিএনের

১৩ জুলাই : আন্তঃরাজ্য সিঙ্গেটিক মাদক পাচারচক্রের বিরুদ্ধে বড় সাফল্য পেল কেন্দ্রীয় নারকোটিক্স ব্যুরো (সিবিএন)। ‘অপারেশন বজ্র’-এর আওতায় মহারাষ্ট্রের পুনেতে একটি অত্যাধুনিক মেফেড্রোন (এমডি) তৈরির গোপন কারখানার হৃদিস মিলেছে। একই সঙ্গে মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনী এবং রাজস্থানের যোধপুর থেকে এই চক্রের দুই মূল অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। মধ্যপ্রদেশ ইউনিটের নিমচ শাখার ডেপুটি নারকোটিক্স কমিশনারের দফতরের প্রতিরোধ শাখা গোপন সূত্রে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে ১ থেকে ১০ জুলাই পর্যন্ত এই অভিযান চালায়। তদন্তে উঠে আসে, পুনের ডিগ্লি-বোসরি এলাকায় অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক পদার্থ এবং নিরাপত্তা সরঞ্জাম ব্যবহার করে বেআইনিভাবে মেফেড্রোন তৈরি করা হচ্ছিল। সিবিএন সূত্রে জানা গিয়েছে, এই অভিযান শুরু হয়েছিল চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে। সেই সময় মান্দসৌরে একটি যাত্রীবাহী বাসে তল্লাশি চালিয়ে ৮.১৭ কিলোগ্রাম মেফেড্রোন উদ্ধার করা হয়। পরে ইন্দোরের কাছে খাভলায় একটি গোপন কারখানার সন্ধান মেলে। সেখান থেকে ৪৩.৮২ কিলোগ্রাম মেফেড্রোন, ২৬১.৩২ কিলোগ্রাম রাসায়নিক উপাদান এবং উন্নতমানের উৎপাদন সরঞ্জাম বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল।

ইতিহাস ভারতের

প্রথম পাতার পরে দুটি উইকেট তুলে নেন। ম্যাচ শেষে ভারতীয় দলের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠেন ক্রিকেট বিশ্বের তারকারা। বিসিসিআই সভাপতি মিথুন মানহাস সামাজিক মাধ্যমে লেখেন, “ইতিহাস তৈরি করল ভারতীয় মহিলা দল। গোটা দেশ তোমাদের জন্য গর্বিত।” প্রাক্তন ভারতীয় অধিনায়ক অজিঙ্ক রাহানে বলেন, “কী অসাধারণ জয়! হরমনপ্রীত কৌর এবং গোটা দলকে অভিনন্দন। লর্ডসের এই পারফরম্যান্স দীর্ঘদিন মনে রাখা হবে।” ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটের কিংবদন্তি মিতালি রাজ এই জয়কে “সম্পূর্ণ দলগত পারফরম্যান্স” বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বিশেষভাবে প্রশংসা করেন যান্তিকা ভাটিয়ার শতরান এবং ক্রান্তি গৌড়ের বোলিংয়ের। তাঁর কথায়, “এক ম্যাচেই লর্ডসের সম্মানফলকে জায়গা করে নিয়েছেন দুই ভারতীয় ক্রিকেটার।” প্রাক্তন ক্রিকেটার ভিভিএস লক্ষ্মণ বলেন, “লর্ডসে এই টেস্ট জয় ভারতীয় ক্রিকেটের জন্য অত্যন্ত বিশেষ মুহূর্ত। দলের লড়াইয়ের মানসিকতা গোটা দেশকে গর্বিত করেছে।” অসমের হোজাই, রাজস্থান, মাইসুরু এবং হাওড়ায় পরিচালিত অভিযানে প্যাঙ্গোলিনের

ম্যাচে সম্পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করেছে। মহিলাদের ক্রিকেটের জন্য এটি একটি অসাধারণ মুহূর্ত।” প্রাক্তন অলরাউন্ডার ইরফান পাঠান, প্রাক্তন ওপেনার শিখর ধাওয়ান এবং বিসিসিআই সহ-সভাপতি রাজীব শুক্লও ভারতীয় দলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। উল্লেখযোগ্যভাবে, ম্যাচের শেষ দিনের খেলা শুক্লর আগে ভারতীয় দলের সঙ্গে খেলা করেন ক্রিকেট কিংবদন্তি শচীন তেড্ডুলকর। লর্ডসে উপস্থিত ছিলেন আইসিসি চেয়ারম্যান জয় শাহ, বিসিসিআই সভাপতি মিথুন মানহাস, সহ-সভাপতি রাজীব শুক্ল এবং সচিব দেবজিত সইকিয়াও। লর্ডসের ১৪২ বছরের ইতিহাসে এই প্রথম কোনও মহিলা টেস্ট ম্যাচ আয়োজন করা হয়েছিল। আর সেই ঐতিহাসিক ম্যাচেই নিজেদের নাম সোনার অক্ষরে লিখে রাখলেন হরমনপ্রীত কৌর এবং তাঁর সতীর্থরা। **সংক্ষিপ্ত স্কোর:** ভারত ২৮৫ এবং ৩৪১/৭ ডিক্লেয়ার (যান্তিকা ভাটিয়া ১১৩; সোফি একলেস্টোন ৫/১১৮)। ইংল্যান্ড ১৭০ এবং ১৮৬ (অ্যামি জোনস ৫৪, সোফি অন্যদিকে, ইংল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক মাইকেল ভনও ভারতের আধিপত্য স্বীকার করে নেন। তিনি লেখেন, “ভারত গোটা

বিরুদ্ধে অভিযান

প্রথম পাতার পরে হয়েছিল। একই দিনে কর্নাটকের মাইসুরুতেও অভিযান চালিয়ে প্রায় চার কিলোগ্রাম হাতির দাঁত বাজেয়াপ্ত করা হয়। ঘটনায় জড়িত তিন ব্যক্তিকে আটক করে বনদপ্তরের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এই অভিযানে বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ আইনের তফসিল-১-এ থাকা একাধিক বিরল প্রাণী উদ্ধার হয়েছে। উদ্ধার হওয়া প্রাণীদের মধ্যে রয়েছে ১৫টি স্লো লরিস, দুটি বিন্দুরং, ২৮টি স্টার কচ্ছপ, ছ’টি মিশরীয় শকুন এবং দুটি শিকরা পাখি। এই ঘটনায়

ড্রাগন, আফ্রিকান স্পার্ড টরটয়েজ, বোর্নিও পাইথন, গ্রিন ইগুয়ানা, ম্যানগ্রোভ মনিটর লিজার্ড, আর্জেন্টাইন টেপু, বিভিন্ন প্রজাতির বানর, গিবন, টিকটিংকি এবং সাপ। বেঙ্গালুরু, ওয়ারাঙ্গল, পুনে, সুরাট, চেন্নাই, কলকাতা, ত্রিচি, মাদুরাই, শ্রীকাকুলম, অসমের হোজাই, রাজস্থান, মাইসুরু এবং হাওড়ায় পরিচালিত অভিযানে প্যাঙ্গোলিনের আঁশ, চিতাবাঘের চামড়া, সামুদ্রিক ঘোড়া দিয়ে তৈরি সামগ্রী, লাল চন্দন এবং বিভিন্ন সংরক্ষিত প্রজাতির প্রাণীও উদ্ধার করা হয়েছে। এই সমস্ত অভিযানে ডিআরআই-এর পাশাপাশি সিবিআই, বন্যপ্রাণ অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ব্যুরো, বিভিন্ন বিমানবন্দরের শুস্ক গোয়েন্দা ইউনিট, রাজ্য বনদপ্তর এবং স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন যৌথভাবে কাজ করেছে। ডিআরআই-এর মতে, গোয়েন্দা-নির্ভর এই ধারাবাহিক অভিযান আন্তর্জাতিক পাচারচক্রের বিরুদ্ধে ভারতের লড়াইকে আরও শক্তিশালী করেছে। একই



বৃষ্টি স্পিটেক্স-এ আজকের ছবিটি বৃষ্টি দিনের রোজনামচা শীর্ষক: কলকাতায় অর্ঘ্য চট্টোপাধ্যায়ের তোলা

ডিজিটাল থ্রেট রিপোর্ট প্রকাশ কেন্দ্রের

১৩ জুলাই : দেশের ব্যাঙ্কিং, আর্থিক পরিষেবা, বিমা এবং ডিজিটাল পেমেণ্ট ব্যবস্থার সামনে ক্রমশ জটিল হয়ে ওঠা সাইবার নিরাপত্তা-ঝুঁকি মোকাবিলায় নতুন সতর্কবার্তা জারি করল কেন্দ্র। কেন্দ্রীয় ইলেকট্রনিক্স ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রক (মেইটিওয়াই), ইন্ডিয়ান কম্পিউটার ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম (সিইআরটি-ইন), ফিন্যান্সিয়াল সেক্টরের কম্পিউটার সিকিউরিটি ইনসিডেন্ট রেসপন্স টিম (সিএসআইআরটি-ফিন) এবং সাইবার নিরাপত্তা সংস্থা ‘সিসা’-র যৌথ উদ্যোগে প্রকাশিত হয়েছে ‘ডিজিটাল থ্রেট রিপোর্ট ২০২৫-২৬’-এর দ্বিতীয় সংস্করণ। প্রতিবেদনটি মূলত ব্যাঙ্ক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, নিয়ন্ত্রক সংস্থা এবং সাইবার নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের জন্য তৈরি করা হয়েছে। এতে দেশের ডিজিটাল আর্থিক ব্যবস্থাকে ঘিরে দ্রুত পরিবর্তিত সাইবার হুমকির একটি বিশদ মূল্যায়ন তুলে ধরা হয়েছে। প্রতিবেদন প্রকাশ অনুষ্ঠানে মেইটিওয়াই-এর সচিব এস. কৃষ্ণন বলেন, “সাইবার আক্রমণ যত বেশি জটিল ও প্রযুক্তিনির্ভর হচ্ছে, ততই সরকারি প্রতিষ্ঠান ও শিল্পক্ষেত্রের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা অপরিহার্য হয়ে উঠছে। সিইআরটি-ইন, সিএসআইআরটি-ফিন এবং সিসা-র এই যৌথ উদ্যোগ দেশের সাইবার নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করবে।” প্রতিবেদনটি ডিজিটাল ফরেনসিকস, সাইবার আক্রমণ বিশ্লেষণ, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-নির্ভর হুমকি এবং সাম্প্রতিক সাইবার ঘটনার ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। এতে উল্লেখ করা হয়েছে, গত বছরের প্রতিবেদনে যে সাতটি সম্ভাব্য ঝুঁকির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছিল, তার মধ্যে ছ’টিই ইতিমধ্যে বাস্তবে পরিণত হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, সাইবার হামলার ধরন দ্রুত বদলাচ্ছে। আগে যে ধরনের হামলাকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে মনে করা হত, যেমন— সামাজিক প্রতারণা, পাসওয়ার্ড চুরি, সরবরাহ শৃঙ্খলে হস্তক্ষেপ কিংবা ক্লাউডভিত্তিক আক্রমণ—

সেগুলি এখন নিয়মিত কৌশলে পরিণত হয়েছে। ফলে সাইবার অপরাধীরা অনেক ক্ষেত্রেই বৈধ লেনদেন, অনুমোদিত পেমেণ্ট কিংবা সাধারণ ব্যবহারকারীর আচরণের আড়ালে নিজেদের কার্যকলাপ লুকিয়ে ফেলতে সক্ষম হচ্ছে। সিসা-র প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী আধিকারিক দর্শন শান্তমুর্তি বলেন, “উদ্ভাবন এবং তার অপব্যবহারের মধ্যে ব্যবধান এখন অনেকটাই কমে এসেছে। ব্যাঙ্কিং শিল্পের ভিত্তি হল আস্থা। সেই আস্থা একবার নষ্ট হলে তার প্রভাব শুধু একটি সংস্থার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না; তা ছড়িয়ে পড়ে গ্রাহক, বাজার এবং গোটা অর্থনীতিতে।” প্রতিবেদনে বিশেষভাবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই-নির্ভর সাইবার ঝুঁকির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আগে যে ধরনের সাইবার হামলা চালাতে দক্ষ বিশেষজ্ঞ ও বিপুল পরিকাঠামোর প্রয়োজন হত, এখন তা অনেক কম সম্পদ ব্যবহার করেই এআই-এর সাহায্যে করা সম্ভব হচ্ছে। ফলে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এবং নিয়ন্ত্রক কাঠামোর তুলনায় আক্রমণকারীদের সক্ষমতা দ্রুত বাড়ছে। সিইআরটি-ইনের মহাপরিচালক সঞ্জয় বহল বলেন, “ভারতের আর্থিক ব্যবস্থা যত বেশি প্রযুক্তিনির্ভর ও আন্তঃসংযুক্ত হচ্ছে, ততই সাইবার নিরাপত্তাকে যৌথ দায়িত্ব হিসেবে দেখতে হবে। কেবল সময়ে-সময়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করলেই হবে না; প্রয়োজন ধারাবাহিক ঝুঁকি মূল্যায়ন, দ্রুত প্রতিক্রিয়া এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তথ্য আদানপ্রদান।” প্রতিবেদনের অন্যতম আকর্ষণ ‘অ্যানাটমি অব সাইবার ফেলিওর’ নামে একটি চার-স্তরবিশিষ্ট বিশ্লেষণ কাঠামো। এই মডেলের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে, আধুনিক সাইবার হামলা কোনও একক ক্রটির ফল নয়; বরং একাধিক দুর্বলতার সমষ্টিগত পরিণতি। এর ফলে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থার দুর্বল জায়গাগুলি চিহ্নিত করতে এবং সঠিক ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করতে পারবে।

কমিষ্কা শমিত



শমিত দত্তের স্কেচ

(আগামী সংখ্যায়)